Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ ডিসেম্বর, ২০১৯

৪২ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২ ডিসেম্বর, ২০১৯, সোমবার, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬

লং মার্চ অবিরাম এগিয়ে চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'শিল্প বাঁচাও, কৃষি বাঁচাও, দেশ বাঁচাও, রাজ্য বাঁচাও', 'মানুষকে বাঁচাতে দুহাতে কাজ চাই', 'ক্ষুধা মেটাতে ভাত চাই', 'সব বেকার যুবক-যুবতীর কাজ চাই', 'কম খরচে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা চাই', 'কৃষকের ফসলের লাভজনক দর চাই', 'ক্ষেতমজুরদের কাজের নিরাপত্তা চাই', 'পরিবেশের ভারসাম্যের রক্ষা চাই', 'সকলের নিরোগ স্বাস্থ্যের জন্য কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা চাই', 'জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায় বিচার', 'সবার সমান অধিকার চাই', 'সমকাজে সম মজুরি চাই', 'জীবন জীবিকার সুরক্ষা চাই'। লংমার্চ এগিয়ে চলেছে—ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে। উৎসাহ উদ্দীপনার স্রোত হয়ে, গানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে সব মানুষের দাবি—সব পাওয়ার দাবি, সর্বহারা মিছিল, সব পাওয়ার মিছিল, সব জেলার মিছিল, সব জেতার মিছিল—চলছে অবিরাম চলছে সব পাওয়ার লক্ষে এই কঠিন যাত্রার শপথ অপ্রতিরোধ্য-দুর্বার সোচ্চার।

শ্রী চৈতন্যদেবও এরাজ্যে আপামর দলিত, পীড়িত মানুষকে নিয়ে লংমার্চ করেছিলেন। অতি সম্প্রতি বিদর্ভের কৃষকদের লং মার্চ, রাজস্থানের কিসানের লং মার্চ, দেশ জোড়া কৃষকের দিল্লি অভিযান। সিঙ্গুর-নবান্ন এবং মালদা-শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের মানুষের অভিযান তো অতি সম্প্রতি ঘটনা। গত শতকে কোচবিহার থেকে কোলকাতা ও পুরুলিয়া থেকে কোলকাতা অভিযানের স্মৃতি এখনও বহু মানুষের প্রেরণা। এই সাবেক বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জের বার্নসের অর্ধাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের কলকাতা অভিযান ইতিহাসের মহাকাব্য হয়ে আছে। সেভ ইসকো—বা ইসকোকে বাঁচানোর দাবিতে কলকাতা থেকে বার্ণপুর সেটিও এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বার্নস রিফ্র্যাক্টরিজ ছিল স্যার বীরেনের ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানা। সেই কারখানাকে বাঁচাতে সেদিনও শ্রমিকরা লং মার্চ করেছিলেন—আজ বিলগ্নিকরণ ও প্রাইভেটাইজেশনের বিরুদ্ধে ও দেশের মানুষের সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বাঁচাতে হাতে হাত মিলিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী- ছাত্র- যুব-মহিলা কৃষক খেতমজুররা এগিয়ে চলেছেন।

রাতে রানিগঞ্জের বিশ্রামের পর শুরু হয়েছে নতুন উদ্যোমে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই—এ লড়াই জারি থাকবে—এ লড়াই জিনে নেবে অধিকার।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাও, দেশ বাঁচাও ধ্বনি তুলে লং মার্চ যাত্রা শুরু করেছিল চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার প্রশাসক ভবনের সামনে থেকে। আগামী ১১ দিন

—এরপর চারের পাতায়

এস এফ আই-এর জেলা সম্মেলন

অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ নভেম্বর : এস এফ আই-র পূর্ব বর্ধমান জেলার ৩৬তম জেলা সম্মেলন হবে আগামী ১৮-১৯ জানুয়ারি কালনা শহরে। সেই সম্মেলন সফল করার জন্য আজ মহিষমর্দিনী ইনস্টিটিউশনে এক সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে সভাপতি ও প্রবীর ভৌমিককে সম্পাদক করে ২৩৬ জনের কমিটি গঠিত হয়। এদিন সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বর্ধমান জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী, ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জী। সভা পরিচালনা করেন—সংগঠনের সভাপতি বিশ্বরূপ হাজরা।

বক্তারা বলেন, সদিচ্ছা থাকলে যে ভালো কাজ করা যায়—শিক্ষক্ষেত্রে করে দেখিয়েছে কেরালা। এই রাজ্য নীতি আয়োগের সূচকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সব রাজ্যের থেকে এগিয়ে আছে। অথচ কেরালার জনঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের থেকেও বেশি। ২০১৫-১৬-র তুলনায় ২০১৬-১৭তে রাজ্যগুলি শিক্ষার মানে কতটা উন্নয়ন ঘটিয়েছে, তার সূচক তৈরি করেছে নীতি আয়োগ। সেই সূচক অনুযায়ী কেরলের স্কোর ৭৬.৬ শতাংশ। আর সেক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশের স্কোর ৩৬.৪ শতাংশ। আর এটা সম্ভব হয়েছে কেরালায় এল.ডি.এফ সরকার আছে বলেই।

কুসুমগ্রামে শিক্ষকদের মৌনমিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৬ নভেম্বর : পার্শ্বশিক্ষকদের আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে আজ কুসুমগ্রাম বাজারে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করেন শিক্ষকরা। মন্তেশ্বর পার্শ্বশিক্ষক ঐক্যমঞ্চ ও নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কালো ব্যাচ পরে এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনমিছিল করেন তাঁরা। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন পার্শ্বশিক্ষক ঐক্যমঞ্চের নেতৃত্ব উৎপল চৌধুরী। তিনি পার্শ্বশিক্ষকদের প্রতি বর্তমান সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। কলকাতার রাজপথে পার্শ্বশিক্ষকরা অনাহারে অবস্থানরত। তাঁরা চান তাদের নায্য অধিকার। এই অনশনে অংশগ্রহণকারী মেদিনীপুরের পার্শ্বশিক্ষক রেবতী রাউত দুর্বলতাজনিত কারণে মৃত্যু হয়। মা মাটি মানুষের নামে চলা স্বৈরাচারী সরকারের তাতেও টনক নড়েনি। তাই আন্দোলনকে আরও সংহত, ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

৪২তম বর্ধমান বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ২৯ নভেম্বর : ৪২তম বইমেলার উদ্বোধন হয়ে গেল ২৯ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় বর্ধমানের উৎসব ময়দানে। অভিযান গোষ্ঠী আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করেন বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী 'নিত্যমুক্তানন্দজী'। বইমেলা মানুষের সাংস্কৃতিক সুস্থ চেতনার দ্যোতক। যে দেশের লাইব্রেরি যত উন্নত সেই দেশে মেধা ও মননের নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। এখানে দিন দিন মেলার আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। প্রথম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৮০১ সালে নিউইয়র্ক শহরে। এখনকার সবচেয়ে বড় বইমেলা হয় জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। কলকাতায় বইমেলাও সুবিশাল আকারে হচ্ছে। বইমেলা কবি লেখক চিত্রকরদেরও একটা ঘনিষ্ঠ মিলনস্থল। এবারের দেবপ্রসন্ন পুরস্কার পেলেন শিক্ষক সুজিত চট্টোপাধ্যায়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অনীশ দেব, লেখক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় সহ অনেক বিশিষ্ট জন। এবারের মেলায় ১১৪টি স্টল হয়েছে। উৎসব ময়দানে প্রতিদিনই থাকছে কবিতা পাঠ, গল্পপাঠ, গান, নাচ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলা চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

টিকিট কাউন্টার বন্ধ রেলযাত্রীদের সমস্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৭ নভেম্বর : মেমারি রেল স্টেশনের প্রধান টিকিট ঘর মাস খানেক ধরে বন্ধ, ফলে যাত্রীদের খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যাত্রীরা লাইন পার হয়ে নতুন কাউন্টারে টিকিট কাটতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে হয়রানি ও যাত্রীদের বেশি সময় লাগছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে লাইন পার হওয়ার বিপদ তো আছেই, টিকিট কেটে সময় মতো ট্রেন ধরতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে এদিন অভিযোগ জানালেন সুদীপ্ত দে, একলাস রহমান প্রমুখ। তাঁরা বললেন, এই স্টেশনে প্রতিদিন গড়ে এগারো হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। গড়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয়। মেরামতির প্রয়োজনে টিকিট কাউন্টার বন্ধ রাখার বিকল্প, অস্থায়ী টিকিট কাউন্টার তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। যাত্রীদের অসুবিধার কথা চিন্তা না করে মেরামতির জন্য এই টিকিট কাউন্টার বন্ধ থাকবে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ দায় সেরেছে। বন্ধ কাউন্টারের সামনে উপস্থিত বিভ্রান্ত জনৈকা প্রবীণ মহিলা বললেন, ওই রেল লাইন পেরিয়ে গিয়ে টিকিট কাটতে আমার খুবই অসুবিধা হবে।

গ্রামে গ্রামে 'নবান্ন উৎসব'-এ জৌলুষ নেই

কিশোর মাকর

যে ধানকে ঘিরে উৎসব সেই ধানের ফলন একেবারে তলানিতে। সেইসঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং সবজি-র মূল্য আকাশছোঁয়া। জোড়া ফলায় গ্রামে গ্রামে 'নবান্ন' উৎসব জৌলুষ হারিয়েছে। দীর্ঘদিনের এই লোকপর্ব 'নবান্নে'র ঘ্রাণ এবার ম্লান হয়েছে। শুধুমাত্র লক্ষ্মীর আগমন দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন বা ভোজন নয়, এটি একটি গ্রামে সর্বজনীন, হিন্দু, মুসলিম সম্প্রীতির উৎসব। একে ঘিরে যাত্রা, পালাগান, মেলা, দুদিনের উৎসবে মাতোয়ারা হয় গরিব, বড়লোক সবাই। রাঢ় বাংলার বিশেষত কাটোয়া মহকুমা এবং সদরে এই লোকপার্বণকে ঘিরে এক চরম উন্মাদনায় মেতে ওঠে গ্রামের মানুষ।

জমি থেকে শিষসহ ধান গাছ কেটে আনার 'মুঠ' ১ অগ্রহায়ণ থেকেই নবান্ন-র সূচনা। তারপর কয়েকদিন পরেই এক এক গ্রামে এক দিন করে নবান্নের দিন ঠিক হয়। নবান্নের আলপনায় লক্ষ্মীর চরণ, পেঁচা, পদ্ম, ধানের শিষ ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। এবার 'বুলবুল' নিম্নচাপ, যে ধানকে ঘিরে নবান্ন সেই ধান যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা এক নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চাষির কপালে হাত পড়েছে। ভাতাড় থানার আমারুন গ্রামের চাষি অরূপ চৌধুরী জানালেন এবার ১২ বিঘা লাল স্বর্ণের চাষ ছিল। 'বুলবুল' নিম্নচাপের জেরে ফলন্ত ধান শুয়ে পড়ে। শেষ আশা যেটুকু ছিল তা ধান কাটতে গিয়ে টের পাওয়া যায়। শুধুই খড় আর নামমাত্র ধান। তাও আবার কেটে বিক্রি করতে গেলে ফোড়েরা ধান কিনছে ৮৫০ টাকা বস্তা। যেখানে সরকারি দাম ১১০১ টাকা বস্তা (৬০ কেজি)। কেন কিষান মান্ডিতে ধান দিচ্ছেন না? প্রশ্ন করতেই

ঝাঁঝালো উত্তর রাখুন তো কিষান মান্ডি। এখনও ১ ছটাক সরকার ধান কেনেনি। তাছাড়া নবান্ন করতে আমার দু বস্তা ধান বিক্রি করতে ৫ কিমি কিষান মান্ডি যাব? উৎপাদন খরচ যেখানে ১৯০০০ টাকা বিঘা। সেখানে বিঘা প্রতি ৫০০০ টাকা আসবে কিনা ঘোর সংশয়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম। নবান্ন করতে ফল, সবজি, পেঁয়াজ, আলুর দামে ছেঁকা লাগছে। গতবার এই সমস্ত জিনিস অর্ধেক দামে পাওয়া গেছে। তাই এবার সবাই মা সর্বমঙ্গলা ঠাকুরকে পুজো দিয়ে 'নবান্ন' উৎসব বন্ধ রাখতে চাইছে। সদরের নজরুল হক জানালেন, নবান্ন আমরাও গ্রাম ষোলোআনা করতাম। কেন্দ্র ও রাজ্য যতই বিভাজনের রাজনীতি খেলুক না কেন। আমরা হিন্দু, মুসলিম একসাথেই 'নবান্ন' করি। কেননা এটা ধানের উৎসব। সেই ধান এবার দেনায় ফেলে দিয়েছে। গত কয়েকবছর ধরেই চাষি লাভ পাচ্ছে না। দাম বাড়ে ধান ওঠার পরে। ফলে মানুষের কিনো খাওয়ার সঙ্গতি হারাচ্ছে। আমরা বাপু জি.ডি.পিও বুঝি না। মন্দা ও বুঝি না। ধানই তো

—এরপর চারের পাতায়

লং মার্চ

তপোময় ঘোষ

মারছো ক্রমে ঘায়ে ঘায়ে
রুখতে হাঁটি পায়ে পায়ে,
করতে আঘাত সদরে।

বাঁচতে চেয়ে পেটের দায়ে
হাঁটছি শহর হাঁটছি গাঁয়ে
পাশের মানুষ কদরে।

নতুন চিঠি

২ ডিসেম্বর, ২০১৯

আগামী দিনগুলি আরো ভয়ঙ্কর হবে

দেশ এখন ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে কমে চলেছে। ত্রৈমাসিক বৃদ্ধির হার সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে। সরকারের পরিসংখ্যানই বলছে, চলতি অর্থ বর্ষের (২০১৯-২০) দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯) বৃদ্ধির হার নেমেছে ৪.৫ শতাংশে। আগামী দিনে যে আরো কমবে না তা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছে না। অতীতে এর কোনও নজির নেই। দু'দিন আগে সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের অর্থমন্ত্রী তবু গোঁ ধরে বলেছেন, শিল্পে কিছু সমস্যা থাকলেও মন্দার কোনও আশঙ্কা নেই। দেশের অনুগত আমলারা বলছেন, হ্রাস বৃদ্ধি সাময়িক ব্যাপার, ক'দিন পরই ফের বাড়তে শুরু করবে। কারণ দেশের অর্থনীতির মৌলিক স্বাস্থ্য অটুট আছে। গত সাড়ে ছয় বছরে এই কথাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানুষ শুনে আসছে। অথচ দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব আর্থিক রেটিং সংস্থাগুলি লাগাতার বলে আসছে ভারতের অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়েছে। এমন কোনও তথ্য বা পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে না যা থেকে অন্তত আশ্বস্ত হওয়া যায় যে আগামী দিনে সুদিন আসবে। জিডিপি হার অধোগামী! কিন্তু সরকার এখন মন্দির তৈরি করতে চলেছে।

প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি ছেলেমেয়ে কাজের বাজারে আসছে অথচ তাঁদের জন্য কোনও কর্মসংস্থান পরিকল্পনা নেই। ফলে বেকারি বাড়তে বাড়তে গত ৪৫ বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। শিল্পে বা পরিকাঠামোয় নতুন বিনিয়োগ নেই। বাজারে পণ্য চাহিদা না থাকায় শিল্পোৎপাদন কমছে। ম্যানুফাকচারিং ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৩০ শতাংশ অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। ফলে কর্মী চাহিদা হু হু করে কমছে। তার জেরে কর্মী সংকোচন হচ্ছে লাখে লাখে। এমনকি কমছে বিদ্যুতের চাহিদাও। ফলে বিদ্যুৎ সহ বহু পরিকাঠামো প্রকল্প মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষিতে লাগাতার সঙ্কট বৃদ্ধির ফলে বহু মানুষকে বিকল্প কাজের সন্ধানে বেরোতে বাধ্য হতে হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামের মানুষের রোজগার কমেছে, ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। ফলে গ্রামে পণ্য পরিষেবার বিক্রি নেই। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কখনও হয়নি, গ্রামের মানুষের খাদ্য খাতে ব্যয় সামর্থ্য কমেছে। মানুষের আর্থিক অবস্থা কতখানি খারাপ এতেই বোঝা যায়। সঙ্কটের প্রথম শিকার হন তাঁরাই যাঁরা দিন আনেন দিন খান- গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষ। কারণ তাঁদের রোজগার কম, সঞ্চয় কম। মধ্যবিত্তরা টের পান কিছু পরে। উচ্চবিত্তদের বিশেষ সমস্যা হয় না। কারণ বর্তমান মোদী সরকার তাদের স্বার্থেই কাজ করছে। বিত্তবানদের অবস্থান থেকেই বর্তমান সরকার প্রধান সমস্যাগুলিকে অস্বীকার করে মিথ্যার স্বপ্ন নির্মাণ করতে চাইছে। তাই বাঁচতে হলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতেই হবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং বন্ধ কারখানাগুলি পুণরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যদি কর্মসূচি না নেওয়া যায় তাহলে আগামী দিনগুলি আরো ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে উপস্থিত হবে।

কালভার্টে দুর্ঘটনা যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ নভেম্বর : মোটর বাইকে শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে নির্মীয়মান কালভার্টের গভীর গর্তে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম সুব্রত মুদি (২৭)। আগের দিন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মেমারি তারকেশ্বর রাজ্য সড়কে জামালপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুরের ডুবোপুল এলাকায়। এদিন সকালে কালভার্টের গর্তের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। জামালপুর থানার পুলিশ এসে যুবককে উদ্ধার করে জামালপুর ব্লক হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসকরা সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করে। বাইকের নম্বর ধরে খোঁজ চালিয়ে পুলিশ যুবকের বাড়িতে খবর দেয়। তারা এসে মৃতদেহ সনাক্ত করে। যুবকের মৃতদেহ বর্ধমান হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান কুয়াশার কারণে রাস্তা ঠিক মতো দেখতে না পেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব পতাকা দিবস কবে পালিত হয়?
২. রেডক্রশ পতাকা দিবস কবে পালন করা হয়? এদিন আর কোন আন্তর্জাতিক দিবস?
৩. নোবেল প্রাইজের জনক আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল কবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নোবেল প্রাইজের জন্য নিজ হাতে উইল করে যান?
৪. বস্তুবাদী দার্শনিক ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?
৫. কবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীসভাকে অবৈধ বলে রুলিং দেন? ফলে কী ঘটেছিল?
৬. ভারতের কমিউনিস্ট নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত কবে কোথায় প্রয়াত হন? তাঁর জন্ম কবে হয়েছিল?
৭. নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে কমিউনিস্ট সরকার কবে শপথ নেয়?
৮. প্রখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?
৯. প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু কবে কোথায় জন্মান? তিনি তাঁর স্বপ্নের 'বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর কবে কোথায় উদ্বোধন করেন?
১০. বিশ্ব এইডস্ দিবস কবে পালিত হয়?
১১. বিশ্ব কম্পিউটার সাক্ষরতা দিবস কবে পালিত হয়? এদিন আর কোন বিশ্ব দিবস?
১২. বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস কবে পালিত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

দক্ষিণ দামোদরের স্বাধীনতা সংগ্রামী : বটুকেশ্বর দত্ত

রীনা মিত্র

(শেষ পর্ব)

স্বাধীনতা আন্দোলন এক অর্থে জাতীয় আন্দোলন। জাতীয় এই অর্থে যে হিন্দু-মুসলিম, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রমুখ ভারতের সকল অধিবাসী; কৃষক-শ্রমিক, ধনী দরিদ্র, মধ্যবিত্ত; বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এবং বিপ্লবী দলগুলি একজোট হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আন্দোলনের বৃহৎ কর্মসূচি এবং অনেক কারাবরণ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমান জেলা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। এই ভূমিকা পালনে দক্ষিণ দামোদর শীর্ষস্থানে।

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামী বর্ধমানের বটুকেশ্বর দত্ত অতি পরিচিত একটি নাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার ওঁয়ারি গ্রামে ১৯০৮ সালে পিতা গোষ্ঠবিহারী দত্ত ও মাতা কামিনী দত্তর সন্তান বটুকেশ্বর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রেলে চাকরি সূত্রে কানপুরে বসবাস করতেন। সেজন্য বটুকেশ্বরের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় কানপুরে। কানপুরের পি.পি হাইস্কুলে পড়ার সময় তাঁর সাথে বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ভগৎ সিং এর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বটুকেশ্বরের ডাকনাম ছিল 'মোহন'। কেউ কেউ তাঁকে 'বটু' বলেও ডাকতেন। তিনি ছেলেবেলায় বিধবা সহোদরা প্রমীলার কাছে থেকেছেন। তিনি দিদির কাছেই রানাপ্রতাপ, শিবাজী, ঈশা খাঁ, চাঁদ রায় ও প্রতাপাদিত্যের কাহিনি শুনতেন ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া তোপী, মঙ্গল পাণ্ডের গল্প তাঁর শিশু মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিত। শিশু বয়স থেকে এইভাবে বটুকেশ্বর দত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

কানপুরে গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'প্রতাপ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভগত সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। এই প্রেস ছিল স্থানীয় বিপ্লবীদের আড্ডাখানা। তখন থেকেই বটুকেশ্বরের সঙ্গে ভগৎ সিং-এর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বটুকেশ্বর দত্ত 'বি কে. দত্ত' নামে পরিচিত। তিনি 'নওজোয়ান ভারত সভা' এবং 'হিন্দুস্তান সমাজ প্রজাতান্ত্রিক দল'-এর সদস্য ছিলেন।

১৯১৫ সালে চালু করা ব্রিটিশদের 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' ভারতীয় বিপ্লবীদের খুবই সমস্যায় ফেলেছিল। এই আইন বলে পুলিশ যাকে তাকে যখন খুশি গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখছিল। ফরাসি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেদেশের সংসদ ভবনের ভিতরে বোমা ফাটিয়েছিলেন। এই ঘটনা ভগৎ সিং-দের উৎসাহিত করে। ভগৎ সিং তাঁর সহযোগীদের উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁরাও একই ভাবে এদেশের সংসদ ভবনে বোমা ফাটাবেন। বটুকেশ্বর দত্ত বোমা তৈরির প্রযুক্তি শিখেছিলেন। সংসদ ভবনে 'পাবলিক সেফটি বিল' বিষয়ে আলোচনা চলছিল। বোমা ফাটার ফলে ঘরটি ধোঁয়ায় ভরে যায়। বটুকেশ্বাবর দত্ত ও ভগৎ সিং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে লিফলেট ছড়িয়ে দেন। লিফলেটগুলি কয়েকমাস আগে প্রকাশিত হয়েছিল। বক্তব্য ছিল "লালা লাজপত রায় হত্যার প্রতিবাদ এবং ভারতীয়দের বাণিজ্য অধিকার ও সাধারণ মানুষের স্বাধিকার রক্ষার বিষয়"। স্বাক্ষর ছিল 'হিন্দুস্তান সোশালিস্ট রিপাবলিক আর্মি-র কমান্ডার ইন চিফ' বলরাজ-এর। তারিখ ছিল ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৮।

'বধিরকে শোনাতে উচ্চকণ্ঠ প্রয়োজন'। সেজন্য ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লির আইনসভা (তখনকার নাম ছিল এসেম্বলি) ভবনের ভিতর ফাঁকা জায়গায় বোমা নিক্ষেপ করেন। পরিকল্পনামাফিক তাঁরা দুটি বোমা ফাটিয়েছিলেন। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে ইস্তাহার ছড়িয়ে দেন। শ্লোগান দেন—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'! তারপর পুলিশের কাছে শান্তভাবে গ্রেপ্তারবরণ করেন।

গ্রেপ্তারের পর বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও হত্যা প্রভৃতি প্রচেষ্টার দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার মামলার একটি প্রহসন রচনা করে। ১৯২৯ সালের ৭ মে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের বিচার শুরু হয়। বিচারে ১২ জুন, ১৯২৯ সেসন জজ ভগৎ সিং এবং বি. কে. দত্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দেন। বটুকেশ্বর দত্তকে লাহোর জেলে এবং ভগৎ সিং-কে পাঞ্জাবের কুখ্যাত মিয়াওয়ালী জেলে পাঠানো হয়। কিছুদিন বাদে আবার ভগৎ সিংকে লাহোর জেলে স্থানান্তর করা হয়। পুরানো সাথীদের সঙ্গে পেয়ে লাহোর জেলে ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বে শুরু হয় রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাওয়ার লড়াই। দাবি আদায় করার জন্য বন্দীরা অনশন শুরু করেন। অনশন আন্দোলনে শহিদ হন বিপ্রবী যতীন দাস। বিপ্লবীদের কিছু কিছু দাবি মেনে নেয় ব্রিটিশ প্রশাসন। এরপর ইংরেজ সরকার ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে লাহোর ষড়যন্ত্র (সাজানো) মামলার বিচার শুরু করে। এই মামলায় একতরফা বিচারের প্রহসনে ভগৎ সিং-এর ফাঁসির দণ্ডাদেশ হয়। ১৯৩১-এর ২৩ মার্চ নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই ভগৎ সিং-এর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ১৯৩৩-এ আন্দামানের সেলুলার জেলে বটুকেশ্বর দত্তকে দ্বীপান্তরিত করা হয়।

১৯৩৮ সালে বটুকেশ্বর দত্ত মুক্তি পেলেও বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৪২-এ আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণ রাখা হয় ৪ বছর। বি. কে দত্ত টিবি রোগে আক্রান্ত অবস্থায় জেল থেকে মুক্তি পান। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আবার তাঁর জেল হয়। তাঁকে বিহারের মোতিহারি জেলে রাখা হয়। ভারত স্বাধীন হলে তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে বটুকেশ্বর দত্ত বিবাহ করেন। স্ত্রী অঞ্জলিকে নিয়ে তিনি পাটনা শহরের জখখমপুর এলাকায় একটি সাদামাটা বাড়িতে বসবাস করতেন। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পরিবহণ ব্যবসা করতেন। বলতে গেলে স্বাধীন দেশে তিনি অবহেলিত হিসেবে জীবন নির্বাহ করেছেন। দীর্ঘদিন দিল্লিতে রোগ ভোগের পর বটুকেশ্বর দত্ত ১৯৬৫ সালে ১৯ জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

বটুকেশ্বর দত্তর কন্যা ভারতী দত্ত বাগচী বেশ কয়েকবার বাবার জন্মভিটে ওঁয়ারি ঘুরে গেছেন। কয়েকবছর আগে বটুকেশ্বর দত্তর জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্ধমানের ভূমিপুত্র বটুকেশ্বর দত্ত। সম্প্রতি তাঁর নামে বর্ধমান স্টেশনের নামকরণ হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে। বটুকেশ্বরের জন্মভিটে ওঁয়ারিতে গত কয়েক বছর ধরে ১৮ নভেম্বর তাঁর জন্মদিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় তাঁর জন্মভিটের মাটির বাড়িটি সংস্কার করা হয়েছে। সংলগ্ন অংশে একটি দ্বি-তল টুরিস্ট কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। পিছনের এক প্রতিবেশীর পুরনো পাকা বাড়ি আছে। সেই বাড়ির একটি গুপ্ত কুঠুরিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের কথা শোনা যায়। জনশ্রুতি এখানে গা ঢাকা দিতে এসেছিলেন বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

ভগৎ সিং তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বে (নভেম্বর, ১৯৩০) দিল্লি আইনসভায় বোমাকাণ্ডে সহযোগী বটুকেশ্বর দত্তকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। বটুকেশ্বর দত্ত তখন মূলতান জেলে। ভগৎ সিংকে রাখা হয়েছিল লাহোর জেলে। ভগৎ সিং লিখেছিলেন, "প্রিয় ভাই, ... আমাকে দণ্ডাদেশ শোনানো হয়েছে, ... তোমার তো যাবজ্জীবন... তোমাকে তো বাঁচতে হবে। বেঁচে থেকে দুনিয়াকে দেখিয়ে যেতে হবে বিপ্লবীরা তাদের আদর্শের জন্য কেবল জীবন দিতেই পারে না, আদর্শের জন্য সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করে জীবন সংগ্রামও চালাতে পারে। ..."

বটুকেশ্বর দত্তর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে হুসেনিওয়ালা শ্মশানে। এখানেই বহু বছর আগে ভগৎ সিং সহ তাঁর তিনজন সাথীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। ভগৎ সিং-এর মায়ের অনুরোধে বটুকেশ্বর দত্তর মরদেহ দিল্লি থেকে পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হয়। ভগৎ সিং-এর মা বটুকেশ্বর দত্তকে তাঁর 'ছোট ছেলে' হিসেবে গণ্য করতেন। ৩৪ বছর আগে রাতের অন্ধকারে শতদ্রু নদীর জলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রশাসন গোপনে যেখানে ভাসিয়ে দিয়েছিল ভগৎ সিং, শিবরাম রাজগুরু এবং শুকদেবের চিতাভস্ম, পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের হুসেনিওয়ালার সেই শ্মশানের সেই জায়গা সেসময় অবিভক্ত ভারতের অংশ ছিল। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের ফলে সেই অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে বিশেষ চুক্তির ফলে সেই জায়গা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আজও প্রতি বছর ২৩ মার্চ ভগৎ সিং-দের ফাঁসির দিন শহিদ দিবসে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় 'শহিদী মেলা'। দলমত নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর সেখানে মিলিত হয়ে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায় তাঁদের স্মরণ করে। এমনকি পাকিস্তানের মানুষও আসেন। দেশভাগ হয়েছে, ভাগ হয়নি স্বাধীনতার লড়াইয়ে শহিদদের স্মৃতি।

দক্ষিণ দামোদরের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন যে সমস্ত দেশপ্রেমী, যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন তাঁদের জন্য বর্ধমান তথা দক্ষিণ দামোদরের অধিবাসীর গর্বে বুক ভরে ওঠে। বাংলার এই সমস্ত সু-সন্তানদের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান—সম্পাদক : অঞ্জলি বসু
২. স্বাধীনতা সংগ্রামী চরিতাভিধান—সম্পাদক : ননীগোপাল দেবদাস
৩. বিপ্লবী ভগৎ সিং—বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. ভগৎ সিং; জেল নোটবুক ও অন্যান্য রচনা—চমনলাল।
৫. বর্ধমানের বড় মানুষ—সুধীরচন্দ্র দাঁ।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ দেখুন

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৯ শেষের পথে। ডিসেম্বর মাস। আর কটা দিন গেলেই নতুন বছর। মাঠে ধান কাটা শেষ। স্কুলের পরীক্ষাও শেষ। বড় দিনের ছুটি আসছে। বছর শেষের আনন্দে মেতে উঠবে সারা বিশ্ব। এই আনন্দের আবহে আর এক বিস্ময়কর নৈসর্গিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবো আমরা। আগামী ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ এক বিরল প্রকৃতির সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করবো আমরা, যা সচরাচর ঘটে না। আমরা অবশ্য অনেকেই ১৯৯৫ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সে ছিল আর এক অভিজ্ঞতা। হীরক দ্যুতি, মুক্ত মালা নানানরূপে ধরা দিয়েছিল সেদিনের পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। ধারে ও ভারে ২৬ ডিসেম্বরের সূর্যগ্রহণও মোটেই কম আকর্ষণীয় নয়। এবারের আকর্ষণ সূর্যের বলয়গ্রহণ—চাঁদের ছায়া সূর্যকে ঢেকে ফেলে তৈরি হবে এক অপরূপ অগ্নিবলয়। আমরা সবাই জানি সূর্যগ্রহণ তিন রকমের হতে পারে—পূর্ণগ্রহণ যা আমরা ২৪ অক্টোবর, ১৯৯৫-এ দেখেছি, আংশিক বা খণ্ডগ্রহণ এবং বলয়গ্রহণ যা আমরা এবার দেখবো।

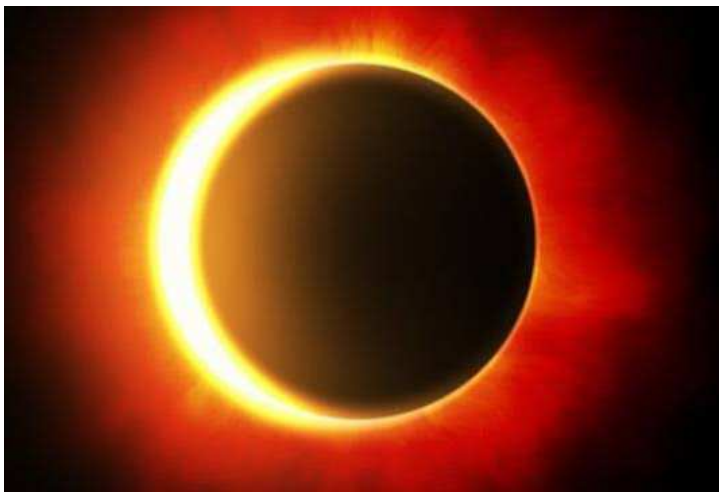

পৃথিবী একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, আবার চাঁদও ঠিক একইভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য একটি বিশাল আলোক উৎস। সূর্যের ব্যাস পৃথিবী ও চাঁদের তুলনায় অনেক বড়। এদের যে পাশে সূর্য থাকে তার বিপরীত দিকে ছায়ার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়লে চন্দ্রগ্রহণ হয়। অন্যদিকে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সেখানে সূর্যগ্রহণ হয়। তাই পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ও অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ দেখতে পাই। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের প্রায় চারশো গুণ। আবার সূর্যের ব্যাসও চাঁদের ব্যাসের চারশো গুণ। এই কারণেই পৃথিবী থেকে আমরা সূর্য ও চাঁদকে এক সাইজের দেখি। আর ঠিক এই কারণই কোনো বিশেষ অমাবস্যায় পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য এক সরলরেখায় এলে চাঁদের ছায়া সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেয়। চাঁদের আপাত ব্যাস সূর্যের ব্যাসের সামান্য কম হলে বলয়গ্রহণ আর সমান হলে পূর্ণগ্রহণ হয়। আপাত ব্যাস কম বা বেশি হওয়া নির্ভর করে দূরত্বের তারতম্যের জন্যে। উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘোরার জন্যে সূর্য থেকে চাঁদ বা পৃথিবীর দূরত্ব কমবেশি হয়। সৌরজগতের অন্য গ্রহের উপগ্রহে গ্রহণ হতে পারে কিন্তু পূর্ণগ্রহণ সম্ভব নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট গ্রহ/উপগ্রহের আপাত ব্যাস সূর্যকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলতে পারে না।

২০১৯-এ দুটি সূর্যগ্রহণ হয়েছে। প্রথমটি ৬ জানুয়ারি—আংশিক গ্রহণ, দ্বিতীয়টি ২ জুলাই—পূর্ণগ্রহণ। দুটি গ্রহণই প্রশান্ত মহাসাগর ও সন্নিহিত দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২৬ ডিসেম্বরের সূর্যগ্রহণ আরব, সুমাত্রা, বর্নিও প্রভৃতি অঞ্চলে বলয়গ্রহণ হিসাবে দেখা যাবে। ভারতের কেরালা ও তামিলনাড়ু রাজ্যে বলয়গ্রহণ দৃশ্যমান হবে। আমাদের রাজ্যে আংশিক গ্রহণ সকাল ৮.২৬ থেকে বেলা ১১.৩২ পর্যন্ত। তাহলেও মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। বিশেষ করে অবিজ্ঞানের কারবারীরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন সূর্যগ্রহণ অশুভ, আমাদের নানান বিপদের কারণ। তাই ভারতের অনেক মন্দির গ্রহণের সময় বন্ধ থাকবে। বিভিন্ন রাশির জাতকদেরও সাবধানে থাকার কথা বলছেন এইসব কুসংস্কারের প্রচারকরা। জ্যোতিষ বিচারে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, বিভিন্ন নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডলী দূর আকাশে স্থির। এইসব ধারণা বহুকাল আগেই তামাদি হয়ে গেছে। মহাকাশে নতুন নতুন গ্রহ, নক্ষত্র চিহ্নিত হয়েছে। তারপরেও আমাদের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণির মানুষ ফলাও ব্যবসায় লিপ্ত। আগামী ২৬ ডিসেম্বরের সূর্যগ্রহণকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানকর্মীরাও বসে নেই, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচারে তাঁরাও তৎপর। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রায় একশো বছর আগে অঙ্ক করে দেখিয়েছিলেন অতিকায় বস্তুর টানে আলোর পথ কিভাবে বেঁকে যায়। সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। একশো বছর হল, ১৯১৯ সালে এমন একটি সূর্যগ্রহণে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের তত্ত্ব নির্ভুল। আসলে সূর্যগ্রহণের সময়ে নানান বিজ্ঞানিক গবেষণা বিজ্ঞানীরা করেন, যার কোনো খবর আমাদের রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সূর্যগ্রহণের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে বাধা নেই। মনে রাখতে হবে খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো ঠিক নয়। চাঁদ যখন সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেয় তখন অন্ধকার নেমে আসে। কয়েক সেকেন্ডের সেই মুহূর্তে খালি চোখেই গ্রহণ দেখা যায়। তবু সূর্যগ্রহণ দেখতে হলে উপযুক্ত ফিল্টার ব্যবহার করা উচিত। অবিজ্ঞানের পূজারীরা বলেন সূর্যগ্রহণের সময় নানান বিষাক্ত রশ্মি পৃথিবীতে নেমে আসে। এই ধারণা ভুল। কারণ প্রথমত সূর্যের অবর্তমানে যদি বিষাক্ত রশ্মির এত প্রাদুর্ভাব হয় তবে প্রত্যেক রাত্রিতেই এমন ঘটনা ঘটত। দ্বিতীয়ত, সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মি ওজোনস্তরে শোষিত হয়। গামা রশ্মি, এক্স-রশ্মিও বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরেই শোষিত হয়। মাইক্রোওয়েভ ও বেতার তরঙ্গ বাতাসে প্রতিফলিত হয়। শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোকরশ্মি বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরেই শোষিত হয়। মাইক্রোওয়েভ ও বেতার তরঙ্গ বাতাসে প্রতিফলিত হয়। শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোকরশ্মি বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করে। সুতরাং সূর্যগ্রহণের সময় অতিরিক্ত কোনো রশ্মির আমাদের ক্ষতি করার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছোটদের জন্য সূর্যগ্রহণ দেখার খুব সহজ দুটি ব্যবস্থার কথা আমরা বলতে পারি। প্রথম উপায়ে একটি বড় মাপের পিচবোর্ড (১ ফুট x ১ ফুট) নিতে হবে। পিচবোর্ডে এক মিলিমিটার মাপের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করতে হবে। একটা সূচ দিয়েই এটা হতে পারে। এবার গ্রহণের সময় সূর্যের দিকে এই পিচবোর্ডটি ধরতে হবে। পিচবোর্ডের উল্টোদিকে সাদা দেওয়াল থাকলে ভালো, না হলে আর একটি পিচবোর্ডে সাদা কাগজ লাগিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সুবিধা হল, একসাথে অনেকে দেখতে পাবে, আবার চোখে কোনো চাপ পড়বে না। দ্বিতীয় উপায় হল একটি সাদা কাগজে ১ সেমি মাপের গোল ফুটো করে একটি আয়নার উপর আটকে দিতে হবে। আয়নাটির সাহায্যে সূর্যকে প্রতিফলিত করে দেওয়ালে বা কোনো পর্দায় ফেললে সুন্দর গ্রহণের ছবি একসাথে সবাই দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে পর্দা থেকে পিচবোর্ডের দূরত্ব ২৫/৩০ ফুট বা বেশি হলে ছবি বড় হয়। সূর্যগ্রহণ কখন হবে জেনে নিয়ে এইসব ব্যবস্থাপনা আগের দিন করে নিতে হবে। আসুন আমরা কুসংস্কার দূরে রেখে সূর্যগ্রহণ দেখি আর একে ঘিরে অবিজ্ঞানের কাণ্ডারীদের দূরে সরিয়ে রাখি।

হাসপাতাল থেকে অসুখ

অশ্বিনী কুমার

বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অবস্থান বর্ধমান শহরের মধ্যে। শহরের মানুষের বসবাস এই হাসপাতালের ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বের মধ্যে। নবাবহাট পর্যন্ত শহর বিস্তৃত বলা যায়। উল্লাসের কাছে গড়ে উঠেছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের সুপার স্পেশালিটি উইং। এছাড়া খোসবাগানে ছোট-বড়ো নার্সিংহোম, জিটি রোডের দুধারে বহু নার্সিংহোম স্বাস্থ্য-পরিষেবার পাশে, বেসরকারি পরিষেবা গড়ে উঠেছে অনেক বছর ধরে। শহরের দুপ্রান্তে বেসরকারি চারটি বড় হাসপাতাল পরিষেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বহু মানুষ বর্ধমান ও পাশ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে এইসব হাসপাতালে আসেন। সরকারি পরিষেবার পাশাপাশি, বেসরকারি পরিষেবার সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী মানুষ প্রতিদিন আসেন বর্ধমান শহরে। বর্ধমান শহরের মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্যের নানা সমস্যায় গ্রহণ করে থাকেন এই দুই ধরনের (সরকারি ও বেসরকারি) পরিষেবার সুযোগ।

পরিষেবার এই বিপুল সম্ভারের মধ্যে বিভিন্ন ডায়গনস্টিক সেন্টারের কথা উল্লেখের দাবি রাখে। বিশেষ করে প্যাথলজিক্যাল সেন্টারের বিস্তার ঘটেছে দেশের সর্বত্র। এইসব বিষয় দেখাশোনার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা আছে। জেলা-স্বাস্থ্য অধিকর্তার অধীনে নানা দপ্তর গোটা জেলার স্বাস্থ্য-পরিষেবার পদ্ধতিপ্রকরণ, মান ইত্যাদি দেখাশোনা করে থাকে। সারা বছর এই কাজ চলতে থাকে।

স্বাস্থ্যপরিষেবার এই বিপুল কর্মকাণ্ডের মাঝে একটি বিষয় ধীরে ধীরে আলোচনায় উঠে আসছে, নানা ধরনের প্রশ্নের আকারে। পরিষেবার এই আয়োজন নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে কি? এই প্রসঙ্গে হাসপাতাল থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনার বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। হাজার হাজার মানুষ নানা ধরনের সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতালে। এই বিপুল রোগের ভার নানাভাবে রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি করে। সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে রোগীর পাশে রোগীর বাড়ি লোকের উপস্থিতি পরিচিত দৃশ্য। দিন-রাত যেকোনো সময়ে রোগীর কাছে যাওয়ার আবদার, দাবি এইসব নিয়ে হৈ-হট্টগোল লেগে রয়েছে দিন-রাত। যারা রোগীর কাছে গিয়ে তার বিছানায় বসে, গল্পগুজব করে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে গেলেন নীরোগ শরীর নিয়ে, তাদের অনেকে জানতেও পারলেন না, তারা ফিরে যাচ্ছেন নানা রোগ-জীবাণু শরীরে নিয়ে; নির্দিষ্ট সময়ের পর এইসব রোগের চিহ্ন নিয়ে নতুন রোগী হিসাবে তাদেরও আসতে হতে পারে হাসপাতালে। রোগীর কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকার ব্যাপারে আপত্তির কারণ শুধুমাত্র আইনের বিষয় নয়—রোগ সংক্রমণের সঙ্গে এর যোগাযোগ নিবিড়।

হাসপাতালে যারা ভর্তি হন, তাদের অনেকে বাড়িতে থাকা সময়ে আংশিক চিকিৎসার আওতায় ছিলেন। এরা অনেকে নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক্স্ ব্যবহার করেছেন ও রেসিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ায় সংক্রমিত। এদের চিকিৎসাও সে কারণে কঠিন। এরাই বিশেষভাবে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। ওই জীবাণু হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন জনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে যে-কোনো সুস্থ মানুষের শরীরে। সাধারণভাবে দেখা গেছে, হাসপাতাল থেকে যদি সংক্রমণ শরীরে নিয়ে আসেন, তা প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন। সাধারণভাবে কোন রোগী, যিনি কোন সংক্রমণ ছাড়া হাসপাতালে অন্য কোন কারণে ভর্তি হয়েছেন, তিনি হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থায় যদি দুদিন পর কোন জীবাণু সংক্রমণের চিহ্ন তার শরীরে বিকশিত হয়, তখন ধরে নেওয়া হয়, তিনি হাসপাতাল থেকেই রোগের জীবাণু বহন করেছেন। হাসপাতালের রোগজীবাণু নানাভাবে রোগীর বাড়ির লোক ও অন্য রোগীদের শরীরে ছড়ায়। যেমন, প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ, রোগীর হাঁচি, কাশি ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট অতি ক্ষুদ্র কণা, বাতাসবাহিত নানা ধরনের ক্ষুদ্র কণাও প্রচুর ধূলিকণা রোগজীবাণু বহন করে। এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অদৃশ্য কণা হাসপাতালে যারা আসেন, হাসপাতালে কাজ করেন, তাদের শরীরে ঢোকে। ডাক্তার, নার্স, জিডিএ স্টাফ ও অন্য নানা কাজে যুক্ত থেকে যারা দীর্ঘ সময় হাসপাতালে থাকেন, তাদের শরীরে সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই বেশি।

রোগ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার ন্যূনতম কিছু বিষয় খেয়াল রাখলে বহু রোগের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচা যায়। যেমন, যারা হাসপাতালের কর্মী, কাজের জায়গায় তাদের স্বাভাবিক পোষাকের ওপর অ্যাপ্রণ পরা উচিত। হাসপাতাল থেকে ফিরে ওই অ্যাপ্রণ বাড়িতে এমন জায়গায় রাখতে হবে যা সহজে কারও সংস্পর্শে না আসে। রোগীর বাড়ির লোক, যারা রোগীকে হাসপাতালে দেখতে আসেন, বাড়িতে ফিরে তাদের সকলের পোষাক পরিবর্তন করা উচিত। যে পোষাক পরে হাসপাতালে তারা গিয়েছিলেন, তা কেচে দেওয়া উচিত। এতে ওই পোষাকের মাধ্যমে সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে। এছাড়া হাত ধোয়ার বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত। হাসপাতাল থেকে ফিরে হাত ধোওয়া অবশ্য কর্তব্য। যারা হাসপাতালে কর্মরত, গ্লাভস পরে যেখানে কাজ করা দরকার, সেসব জায়গায় হাসপাতাল নির্দেশিত কর্মপদ্ধতি অবহেলা করা উচিত নয়। নিয়মাবলীগুলি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাস্ক পরা বহু ক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য। প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যক্ষ্মা, ডায়রিয়া, ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে যাঁরা আসবেন, তাঁদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এসব ক্ষেত্রে হাসপাতাল নির্দেশিত নানা নিয়মাবলী অনুসরণ অবশ্যকর্তব্য।

হাসপাতাল ও বিভিন্ন নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কিছু দায়িত্ব আছে সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে। যেমন, হাসপাতাল বর্জ্য কিভাবে, কোথায় ফেলা হবে, তাকে কিভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায় সে নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে সকলকে। জীবাণুযুক্ত কোনো বর্জ্য সাধারণ আবর্জনা, পুকুর এসব জায়গায় ফেলা নিষিদ্ধ। এমন বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে। নানা বেসরকারি সংস্থা বর্জ্য সংগ্রহ ও তা জীবাণুমুক্তকরণের দায়িত্ব নিয়েছে। হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে প্রচুর রোগীর চাপে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বহুক্ষেত্রে অবহেলিত থেকে যায়। রোগ ছড়ানোর নানা কারণের মধ্যে এই অবহেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

সবশেষে বলা দরকার, সমাজের সর্বস্তরে স্বাস্থ্য-সচেতনতার মানের সঙ্গে সংক্রমণের সংযোগ নিবিড়। হাসপাতালের যে-কোনো জায়গায় থুতু ফেলা এক পরিচিত দৃশ্য। পানের পিক হাসপাতালের দেওয়ালে, এমনকি ওয়ার্ডের ভেতরেও দেখা যায়। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ শুধু আইন বা সরকারি নির্দেশের বিষয় নয়। প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিবিড়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অভ্যাস রোগ সংক্রমণের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমরা যদি ছোটদের জীবনযাপনের সুস্থ অভ্যাসগুলিতে অভ্যস্ত করাতে পারি, স্কুলগুলি তাদের শিক্ষায় স্বাস্থ্য-সচেতনতাকে যদি গুরুত্ব দিতে শুরু করে, সামাজিক স্তরে জীবনযাপনে পরিচ্ছন্নতা, সংক্রমণ প্রতিরোধের সাধারণ জ্ঞানের পরিসর যদি বাড়ানো যায়, বহু রোগের হাত থেকে আমরা সহজেই বাঁচবো। সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্য এই কাজটুকু করতে কোনো দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। প্রতিদিনের অভ্যাসের একটু অদলবদল যদি বাঁচার রাস্তাটা সহজ করে দেয়, সেটুকু করতে অনীহা কিসের?

হায়দ্রাবাদে চিকিৎসক হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার বর্ধমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ ডিসেম্বর : হায়দ্রাবাদের পশু চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে বর্ধমান শহর সহ পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে মিছিল, পথসভা, প্রতীকি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠন সহ ছাত্রী-যুবতীদের মিছিল ছিল সোচ্চার। মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক সন্ধ্যা ভট্টাচার্য।

শবযাত্রীদের গাড়ি আটকে হেনস্থা ও মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩০ নভেম্বর : বেনারসগামী শবযাত্রীদের গাড়ি আটকে হেনস্থা ও মারধরের অভিযোগ উঠলো ২নং জাতীয় সড়কের টোল প্লাজার কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার পালসিট টোল প্লাজার। আক্রান্তদের অভিযোগের ভিত্তিতে মেমারি থানার পুলিশ টোল প্লাজার কর্মী মলয় ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে বর্ধমান আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানায়। পালসিট টোল প্লাজার কর্মীদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে এদিন সরব হন সমস্ত যানবাহন চালক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা থেকে বেনারস যাচ্ছিলেন একদল শবযাত্রী। মৃতদেহবাহী গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর শবযাত্রীদের গাড়িটি টোল দিতে দাঁড়ায়। টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের রসিদ না দিয়ে গাড়িটি এক পাশে দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মী। শবযাত্রী অরুণ পাণ্ডে জানান, এই ঘটনার প্রতিবাদ করতেই টোল প্লাজার কর্মীদের এক অংশ তাদের ওপর চড়াও হয়। চালককে মারধর ও গাড়ি ভাঙ্গচুর করে। দ্রুত তারা মেমারি থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের বেনারস যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। টোল প্লাজার ম্যানেজার লম্বোদর পুষ্টি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

জায়গা ফাঁকা করে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ নভেম্বর : হুগলির আদিসপ্তগ্রাম থেকে কাটোয়া পর্যন্ত এসটিটিকে সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজ সম্পাদনে রাস্তার দুই পাশ ফাঁকা করে দেওয়ার জন্য ২৮ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করলো পূর্ত সড়ক দপ্তর। নির্বাহী বাস্তুকার, বর্ধমান হাইওয়ে ডিভিশন দপ্তর থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে—পূর্ত সড়ক ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চিহ্নিতকরণ করা জায়গা সাত দিনের মধ্যে ফাঁকা করে দিতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর সড়কের দুই পাশের দোকানদারদের রাতে ঘুম ছুটেছে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ২৬ নভেম্বর। ২. ২৯ নভেম্বর। আন্তর্জাতিক প্যালেস্তিনীয়দের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব দিবস। ৩. ১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর। ৪. ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর, জার্মানির রাইন প্রদেশের ব্রেমেন শহরে। মৃত্যু ৫-৮ ১৮৯৫। ৫. ১৯৬৭ সালের ২৯ নভেম্বর, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করেন। ৬. ১৯৮২ সালের ২৯ নভেম্বর, চীনে। জন্ম ১৩.০৭.১৯১০। ৭. ১৯৯৪ সালের ২৯ নভেম্বর। ৮. ১৮৩৫ সালের ৩০ নভেম্বর, আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরে, হ্যালির ধূমকেতু। ৯. ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর, বাংলাদেশের ময়মনসিংহে, কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর। ১০. ১ ডিসেম্বর। ১১. ২ ডিসেম্বর, বিশ্ব দূষণ দূরীকরণ দিবস। ১২. ৩ ডিসেম্বর।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি Md. Moinuddin Layek পিতা Md. Yasin Layek ওরফে Md. Moinuddin Layek পিতা Md. Yeasin Layek রসিকপুর লায়েকপাড়া পোঃ বর্ধমান জেলা—পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার নাম ভোটার পরিচয়পত্রে Md. Moinuddin Layek পিতা—Md. Yasin Layek, Md Moiuddin Layek S/o Md. Yasin Layek আধারকার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সে Md. Moinuddin Layek, S/o Md. Yeasin Layek নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে Md. Moinuddin Layek পিতা Md. Yasin Layek নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

● আমি Sekh Mehebul Hossin পিতা Sekh Mofij Ali,, গোদা পোস্ট—লাকুর্ডি থানা—বর্ধমান জেলা—পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Sekh Mehebul Hossin পিতা Sekh Mafij Ali যা আমার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও প্যান কার্ডে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Mehabul Hossain পিতা Mofijul Islam নথিভুক্ত হয়েছে। Sekh Mehebul Hossin পিতা Sekh Mafij Ali ও Mehabul Hossain পিতা Mafijul Islam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি Milon Bhuimali পিতা Bikash Bhumali, লক্ষ্মীপুর মাঠ, মুন্সী প্রেমচন্দ, পোঃ-থানা—বর্ধমান জেলা পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার কন্যা Asha Bhuimali জন্ম তারিখ ২ ডিসেম্বর ২০০৮। তার জন্ম শংসাত্রে আমার ও আমার স্ত্রী ও কন্যার নাম Asha Bhuimali পিতা Milon Bhuimali মাতা Radha Bhuimali -এর পরিবর্তে ভুলবশত Asha Majhi পিতা Prasanta Majhi মাতা Radha Majhi নথিভুক্ত হয়েছে। Asha Bhuimali ও Asha Majhi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। Milon Bhuimali ও Prasanta Majhi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। Radha Bhuimali ও Radha Majhi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি

কৃষি আধিকারিককে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ নভেম্বর : সাম্প্রতিক 'বুলবুল'-এর প্রভাবে ধান ও সব্জির ক্ষতিপূরণ, মাঠের ধান যন্ত্রে কাটা ও ঝাড়াই-এর পর খড়ের কুটিতে আগুন দেওয়ার ফলে পরিবেশের ক্ষতি রোধে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ, ধানের অভাবী বিক্রি রুখতে সরকারি সহায়ক মূল্যে অবিলম্বে ধান কেনার দাবিতে ২৮ নভেম্বর ব্লক সহকারী কৃষি আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সারা ভারত কৃষকসভা কালনা-২ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কৃষকনেতা কাজী নরুল ইসলাম, মহম্মদ আলি, অশোক ব্যানার্জী, অশোক ঘোষ প্রমুখ। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার আগে প্রতিনিধিগণ কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে দাবিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সহকারী কৃষি অধিকর্তা মনোযোগ সহকারে দাবিগুলি শোনেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা শিবির করলে সহকারী কৃষি অধিকর্তা উপস্থিত থাকবেন বলে তাঁদের আশ্বাস দেন।

পেনশন পাচ্ছেন না রেল কর্মচারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও এখন পেনশন প্রাপ্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেল কর্মচারী অপরেশ মিত্র। তিনি নানি

মিত্র নামেও পরিচিত। ৩৬ বছর চাকরির পর হঠাৎ তাকে ২০০০ সালে স্থানান্তরণ করা হয়েছিল মুঘলসরাই। সে সময় তিনি অসুস্থ। তাঁকে রিলিজ করা হয়নি। মার্চ পর্যন্ত বেতন পেয়েছিলেন। তার সুস্থতার পর কাজে যোগ দেওয়া বা অবসর কিছু হয়নি। মামলা মোকদ্দমা থেকে শুরু প্রাপ্য সুযোগ ও সুবিধার জন্য চিঠি-চাপাটি করে গেছেন লাগাতার। সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ সেল ৮ নভেম্বর তাকে জানানো হয়েছে যে পূর্ব রেলে চিফ পার্সোনাল অফিসারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১ মাস পেরিয়ে গেলেও তাঁর সঙ্গে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ কোনোরকম যোগাযোগ করেনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অপরেশবাবুর উদ্বেগ তিনি পেনশন গ্র্যাচুইটি ও অবসরকালীন সুযোগ সুবিধে পাবেন তো? এ নিয়ে এই পত্রিকায় ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে একটি খবর হয়। অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। সুরাহার আশায় এখনও দিন গুনছেন এই সিনিয়র পি.ডব্লু.আই।

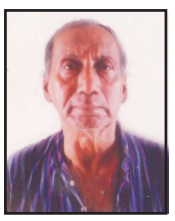

লং মার্চ-এর সমর্থনে মিছিল ও পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ ডিসেম্বর : চিত্তরঞ্জন থেকে কলকাতা ঐতিহাসিক এই লং মার্চে আই.এন.টি.ইউ.সি সহ সবকটি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন শামিল হয়েছে। ঐতিহাসিক লং-মার্চের সমর্থনে ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রচার চলেছে গত একপক্ষ কাল ধরে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় লং মার্চ প্রবেশ করবে ৪ ডিসেম্বর। ৫ ডিসেম্বর বর্ধমান শহরে। লং-মার্চ-এর সমর্থনে গত ১ ডিসেম্বর বর্ধমান শহরের বীরহাটা পার্বতী মাঠ থেকে মশাল মিছিল শুরু হয়, শেষ হয় পুলিশ লাইনে। কালনায় একই উদ্দেশে বাইক মিছিল হয় বদ্যিপুর থেকে পূর্ব সাতগাছিয়া। এখানে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন তপন মুখার্জী। কালনায় আর একটি বাইক মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে ছোটমিত্র পাড়ায় একটি জনসভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রদীপ সাহা, ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ।

মেমারির পারিজাত নগরে এদিন সকাল ৯টায় লং মার্চের সমর্থনে একটি পদযাত্রার সূচনা করেন সিপিআই(এম) নেতা সনৎ ব্যানার্জী। পৌর এলাকার ১৬টি ওয়ার্ড পরিক্রমা করে মেমারি মাল গোডাউনের কাছে পদযাত্রা শেষ হয়। মেমারির রাধাকান্তপুর থেকে কেষ্টপুর, নিমো ও দলুইবাজার এলাকায় লংমার্চ-এর সমর্থনে মিছিল হয়।

—প্রথম পাতার পর

'নবান্ন উৎসব'-এ জৌলুষ

আমাদের পেট, পোশাক, অসুখ,-বিসুখ, দৈনন্দিন কেনাকাটা। দেনা বাড়ছে।

এবার একটু পরিসংখান ঘেটে দেখা যাক। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা অর্থাৎ এন.এস.ও রিপোর্ট গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮তে গড় ক্রেতার ব্যয় কমেছে ৪ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে ২০০৯-১০ মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতা ছিল ১০৫৪ টাকা। ২০১১-১২ খাদ্যের জন্য মাথাপিছু ব্যয় দাঁড়ায় ৬৪৩ টাকা। ২০১৭-১৮তে তা দাঁড়ায় ৮৪৩ টাকা। গ্রামের ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে ১০ শতাংশ। এই সরকার আসার আগে গ্রামীণ বাজার তৈরি হয়েছিল ৫৪,০০০ কোটি টাকার। এখন তা একেবারে তলানিতে। এইভাবে খাদ্যক্রয় কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে কৃষিতে সঙ্কটের বৃদ্ধি। সারা দেশে জিডিপি-র হার ৬ শতাংশে নেমে ৪.৫ দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী কর্পোরেটকে টাকা দিচ্ছে। অন্যদিকে নীচুতলার মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে। গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে অর্থমন্ত্রী ডগায় জল ঢালছেন। গরিব-কল্যাণমুখী প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে নীচের তলায় পয়সা যাওয়া বন্ধ করছে। রাজ্যেও দেদার মেলা, খেলায়, আহারে বাংলায় টাকা খরচ হচ্ছে, চাষিকে বাঁচাতে ফসলের লাভজনক দর নিশ্চিত হচ্ছে না। ক্রমশঃ ঝিমিয়ে পড়ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। তাই এবার রবি ঠাকুরের 'ধানের শিষে পুলক ছোটে... সকল ধরার হেসে ওঠে।

অঘ্রাণেরই সোনার রোদে। পূর্ণিমারই চন্দ্রে। কবিতাটি এবারে প্রাসঙ্গিক হবে না।

—প্রথম পাতার পর

অবিরাম এগিয়ে চলছে

২৮৩ কিলোমিটার পথ বাড়ি দিয়ে পদযাত্রীরা পৌঁছবেন কলকাতায়। হাজার হাজার মানুষের জনস্রোত বয়ে চলেছে স্থায়ী পদযাত্রীদের ঘিরে। রক্তপতাকা নেড়ে পদযাত্রার / লং মার্চের সূচনা করেন সি.আই.টি.ইউ-র সর্বভারতীয় নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। তার আগে সূচনা পর্বের সভায় বক্তব্য রাখেন সি.আই.টি.ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদী সাহু, এ.আই.সি.সি.টি.ইউ-র বাসুদেব বসু, ইউ.টি.ইউ.সি-র সুবীর ভৌমিক, আই.এন.টি.ইউ.সি-র বিকাশ ঘটক, সি.আই.টি.ইউ-র দীপক দাশগুপ্ত, কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, ১২ই জুলাই কমিটির তপন দাশগুপ্ত, প্রবীণ শ্রমিক নেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া, আই.এন.টি.ইউ.সি-র সভাপতি কামরুজ্জামান, সি.আই.টি.ইউ. পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সি.আই.টি.ইউ রাজ্য সভাপতি সুভাষ মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন সি.আই.টি.ইউ জেলা সভাপতি বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, মহিলা কমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনিনীকা ভট্টাচার্য, সভানেত্রী অঞ্জু কর, ডি.ওয়াই.এফ.আই রাজ্য সভাপতি মিনাক্ষী মুখার্জী প্রমুখ।

চিত্তরঞ্জনের লেবার ইউনিয়নের সম্পাদক রাজীব গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত রেল শ্রমিক নেতা নির্মল মুখার্জী পদযাত্রীদের স্থানীয় আয়োজনের নেতৃত্ব দেন। চিত্তরঞ্জন থেকে লাল ঝাণ্ডার ঢেউ তুলে লং মার্চ বন্ধ হয়ে যাওয়া হিন্দুস্থান কেবলস-এর মধ্যে দিয়ে রূপনারায়ণপুর হয়ে সালানপুরে পৌঁছায়। সেখান থেকে নিয়ামতপুর হয়ে লং মার্চ আসানসোলে পৌঁছায়। শিল্পরক্ষা, ফসলের দাম, যুবদের হাতে কাজ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, এন.আর.সি. বাতিল, শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থরক্ষার দাবি নিয়ে লং মার্চ এগিয়ে চলে এবং এরই বর্ষামুখ চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানাকে রক্ষা করা।

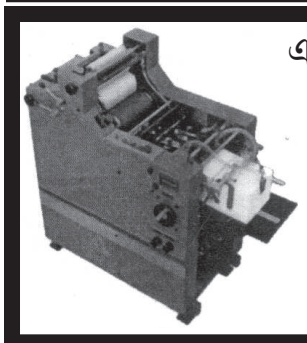

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

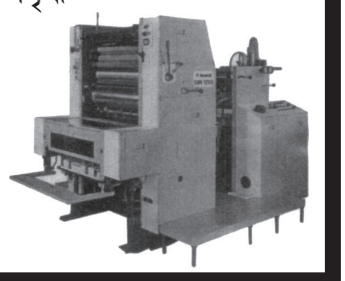

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা